মানুষ মানুষের জন্য

রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুরহস্য ও আইনের দীর্ঘসূত্রিতা

শঙ্কর রায়

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কৃতি সন্তান ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইনার রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুরহস্য আজও উদ্ঘাটিত হলো না। রহস্যময়ই রয়ে গেলো। একটি বেসরকারি জনমত সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ অনুসারে, ৮২ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে, রিজওয়ানুরের মৃত্যু আত্মহত্যা–জনিত নয়, পরিকল্পিত হত্যাই। মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ মনে করেন রিজওয়ানুর আত্মহত্যা করেছিলেন। আদালত খুন করে হত্যার প্রমাণ পায়নি, এর অর্থ রিজওয়ানুর খুন হননি– তা কিন্তু প্রতিপন্ন হয় না।

আত্মহত্যার নোট নিয়ে বিচার শুরু হয়েছে কারণ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না এবং তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে– এ সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। সেজন্যেই কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান পরিষদের (সিবিআই) তদন্ত, নথিপত্রের ভিত্তিতেই এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারাবলে উচ্চ আদালত সিবিআইকে রিজওয়ানুরের শ্বশুর অশোক টোডি এবং প্রদীপ টোডি ও খুড়োশ্বশুরকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেয়।

তবে প্রাপ্ত আত্মহত্যার নোটের ভিত্তিতে তদন্ত ও বিচার প্রশ্নাতীত নয়, কারণ নোটটি উদ্ধার করা হয়েছে রিজওয়ানুরের কম্পিউটারের মেইল বক্স থেকে। সেটা তার নিজের সই করা সুইসাইড নোট কি না এ বিষয়ে সংশয় বিদ্যমান। কম্পিউটার হ্যাকিং করে অনেক মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো যায়।

কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে এসেছে :–

১. মৃত্যুর (২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৭) ১৫ মিনিট আগে কলকাতার উত্তর সীমান্ত লেক টাউন থেকে একটা ফোন আসে তার মোবাইল ফোনে। এখান থেকে (একটি টেলিফোন বুথ) যে জায়গায় রিজওয়ানুরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে পায়ে হেটে যেতে লাগে ১৫ মিনিট। প্রশ্ন হলো এই ফোন কে করেছিল এবং তার অনুসন্ধান করা হলো না কেন?

২. মৃত্যুর ১৯ মিনিট আগে সকাল ১১টা ১০ মিনিটে রিজওয়ানুর মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুজাত ভদ্রকে ফোন করে সেদিন বিকেলে অধ্যাপক ভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছিল। এরই মধ্যে এমন কী ঘটলো যে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন? এ জন্য ২০ মিনিটও লাগলো না?

৩. মৃতদেহের ময়না তদন্তের ভিডিও রেকর্ড করা হলো না কেন?

৪. মৃত রিজওয়ানুরের মুখ রেল লাইনের উপরে সামনের দিকে ছিল। আশপাশে বসবাসকারী মানুষেরা বলেছিলেন, কেউ সামনের দিকে মুখ রেখে শুয়ে আত্মহত্যা করে- আগে কেউ দেখেনি।

৫. কি প্রমাণ আছে যে ওটা রিজওয়ানুরেরই মৃতদেহ ছিল?

যাই হোক, আত্মহত্যার নোটের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ড বিধির এমন ধারায় এরা গ্রেপ্তার হয়েছেন যাতে জামিন পাওয়া সহজ নয়। এরা যে অন্তত রিজওয়ানুরের মৃত্যুর প্ররোচনা দিয়েছিলেন, ভারত সরকারের অধীন সিবিআই'র পেশ করা নথিপত্র সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার বেশ কিছু প্রমাণপত্রও সিবিআই জমা দিয়েছে। সেসব তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতেই জামিন–অযোগ্য ধারায় এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

এই দুই প্রবল বিত্তশালী উচ্চ আদালতের নির্দেশকেও তোয়াক্কা করেন না। আদালত এদের কোর্টে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেবার পরে তারা আত্মগোপন করেছিলেন। নাকি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েছিলেন আদালতকে? লাক্স কোজির (উচ্চ মধ্যবিত্তদের অন্তর্বাস নির্মাতা) মালিক যে পুলিশকে পকেটে পুরে রাখতে পারে, রিজওয়ানুরের মামলায় তা প্রায় প্রমাণিত।

কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের আসল চরিত্র (অন্তত নিম্নবিত্তদের সুবিচার ও সুযোগ সুনিশ্চিত কিনা) সম্পর্কে সংশয় বাড়ে। রাজ্য সরকারের অধীন সিআইডি রিজওয়ানুর–প্রিয়াংকা টোডির আইন–সম্মত বিবাহ রক্ষার উলটো কাজ করেছে। নববিবাহিত

দম্পতির লিখিত আবেদন অগ্রাহ্য করেছে বার বার, যা আদ্যন্ত বে–আইনী। তখনকার পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখার্জিকে আদালতে ইচ্ছাকৃত তথ্যবিকৃতি, দায়িত্বহীনতা এবং উত্তেজনা প্রসারের (প্রশমনের পরিবর্তে) জন্য সমালোচনা করেছে। এই ব্যক্তিটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআই'র (এম) পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অত্যন্ত প্রিয় লোক। বছর তিনেক আগে ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচনের সময় বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ্যে এই পুলিশ অফিসারকে শুধু সমর্থনই করেননি, শুভ শক্তির প্রতীক বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রসূনবাবু হেরে গিয়েছিলেন (পুলিশ মেশিনারি ব্যবহার করা সত্ত্বেও)। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এজন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন। রিজওয়ানুর–প্রিয়াংকা বিষয়ে যখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া পুলিশ কমিশনারের উদ্ধত উক্তি বার বার তুলে ধরছিল, বুদ্ধদেববাবু তাকে সাবধান করেননি, পদ থেকে সরানো তো দূরস্থান। রিজওয়ানুর–প্রিয়াংকার আইনী বিবাহ রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসেন নি, বরং পুলিশের বেআইনী ও সাম্প্রদায়িক কাজে মদদ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেববাবু ও তাঁর বামফ্রন্ট সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে!

উচ্চ আদালতের আদেশেই সিবিআই টোডি ভ্রাতৃদ্বয়, দুই আইপিএস অফিসার জ্ঞানবন্ত সিং ও অজয় কুমার (দুজনেই কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদে আসীন) এবং কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরের গুণ্ডা দমন বিভাগের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার সুকান্তি চক্রবর্তী ও ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু দাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা শুরু করেছে। জ্ঞানবন্ত সিং অবশ্য রেহাই পেয়েছেন। কেন তিনি বাদ গেলেন, কারণটা স্পষ্ট নয়। অজয় কুমার, সুকান্তি চক্রবর্তী ও কৃষ্ণেন্দু দাস গুণ্ডা দমন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা পুলিশ বা তার গুণ্ডা দমন বিভাগ এ বিষয়ে নাক গলালো কেন? বুদ্ধদেববাবু ও বামফ্রন্ট সরকার সে ব্যাপারে নীরব। টোডিরা থাকেন সল্ট লেক অঞ্চলে, যা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিধান নগর থানার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। প্রদীপ টোডিকে প্রসূনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ও এক দিনের ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির বড় ভাই ও প্রাক্তন ক্রিকেটার স্নেহাংশু গাঙ্গুলি। লাক্স কোজির প্যাকেজিং লেবেল ছাপে গাঙ্গুলি পরিবারের মালিকানাধীন নাভানা প্রিন্টিং প্রেস। টোডিরা কেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিধান নগর থানা বা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে অভিযোগ করলেন না এবং প্রসূন মুখার্জি কেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পুলিশ সুপারিনন্টেন্ডেন্টের কাছে অভিযোগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন না? বিবাহের বিধিসম্মত প্রত্যয়নপত্রের ফটোকপি পাওয়া সত্ত্বেও সুকান্তি চক্রবর্তী ও কৃষ্ণেন্দু দাস নবদম্পতিকে আইনী রক্ষার পরিবর্তে ক্রমাগত হয়রানি ও হুমকি দিচ্ছিলেন কেন? প্রসূন মুখার্জিও বেছে বেছে গুণ্ডা দমন বিভাগের কাছে অভিযোগ পত্র পাঠালেন কেন? সুকান্তি চক্রবর্তী ও কৃষ্ণেন্দু দাসের পুলিশ হেফাজতে আটক ব্যক্তিদের (অপরাধী না হয়েও) শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের কুখ্যাতি সুবিদিত। সুকান্তিবাবুকে এককালে প্রসূনবাবুর উচ্চতর অফিসার ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর থেকে বদলি করে দেন। প্রসূনবাবু দায়িত্ব নেবার অব্যবহিত পরেই সুকান্তি চক্রবর্তীকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তার পদোন্নতি হয়। এ সব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নিজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (পুলিশ) দায়িত্বে এবং প্রতিটি বদলি ও পদোন্নতিতে তার কাছে ফাইল পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। সুকান্তি চক্রবর্তীকে বদলির তুষার তালুকদারের প্রস্তাবও বুদ্ধদেববাবুর অনুমোদনেই হয়েছিল।

এই মামলা সিবিআই– তদন্তের ভিত্তিতে শুরু হয় (রাজ্য সরকারের সিআইডি দায়সারা গোছের তদন্ত করেছিল, যা টোডি ও পুলিশ অফিসারদের নিরপরাধ করার পথকে প্রশস্ত করে)। রিজওয়ানুরের পরিবার হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করে সিবিআই তদন্ত দাবি না করলে এরা ড্যাং ড্যাং করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত।

রিজওয়ানুর হত্যার কিনারা শেষ পর্যন্ত হবে কি না তা সময় বলবে। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ আদৌ সহযোগিতা করছে না। আর এ ব্যাপারে সিপিআই (এম)'র রাজ্য নেতৃত্বের ভূমিকা ন্যক্কারজনক বললে বোধ হয় ভুল হয় না। পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখার্জি ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু - সিপিআই (এম)'র পলিটব্যুরো সদস্যও- ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাবার আগেই কি করে বললেন যে রিজওয়ানুর সম্ভবত আত্মহত্যা করেছে। সাংবাদিকরা চেপে ধরায় বিমানবাবু বললেন, তার কাছে এমন খবরই ছিল। সিপিআই (এম)'র কি নিজস্ব গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক আছে ? নাকি তারা আগে থেকে সব জানতে বা বুঝতে পেরেছিলো ?

সিবিআই'র চার্জশিটে রিজওয়ানুরের প্রতিবেশী সঈদ মইনুদ্দিন ওরফে পাপ্পু'র নাম ছিল (তিনি না কি টোডিদের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে রিজওয়ানুর পরিবারের

মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন), কারণ আত্মহত্যা সম্পর্কিত নোটের এবং স্থানীয় বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জাভেদ খানের নাম ছিল। আদালত পাপ্পুকে জামিন ও জাভেদ খানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেননি।

সম্প্রতি আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। রিজওয়ানুর হত্যামামলা, সিঙ্গুরে খেতমজুর–কন্যা তাপসী মালিক হত্যামামলার ভারপ্রাপ্ত সিবিআই অফিসার পার্থসারথী বসু ধরা পড়েছেন প্রকাশ্য রাস্তায় ৫০,০০০ ভারতীয় টাকা ঘুষ নেবার সময়। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পারর্থসারথীবাবু বলেছেন তাকে ফাঁসানো হয়েছে। কিছু কিছু প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা অফিসারেরও জিজ্ঞাসা– ঘুষখোর অফিসার প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুষ নেবে কেন ? কিন্তু সিপিআই(এম)'র প্রভাতী সংবাদপত্র 'গণশক্তি' ও বিমান বসুরা সোচ্চারে দাবি করেছেন যে রিজওয়ানুর হত্যা ও তাপসী মালিক হত্যা মামলার বিচার কাজ নতুন করে শুরু করতে হবে এবং 'ঘুষখোর পার্থসারথী' জাভেদ খানকে আড়াল করেছে।

টোডি ভ্রাতাদ্বয় বিচারকের আদেশমতো কেন আদালতে আত্মসমর্পণ করেননি (অন্তত প্রথম কয়েকদিন, সুপ্রীম কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ পাওয়ার চেষ্টা অসফল হওয়া অবধি)– এসব নিয়ে সিপিআই (এম)'র প্রভাতী সংবাদ 'গণশক্তি', বিমান বসু ও অন্যান্য নেতারা নীরব।

রিজওয়ানুর রহমান মৃত্যুরহস্য শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হবে কি না এখনি বলা যাবে না। যদি হত্যার জন্য মৃত্যু হয়ে থাকে, এর পিছনে পেশাদারী খুনীরা থাকতে পারে এবং এক্ষেত্রে বিপুল টাকা লেন-দেন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তাছাড়া পুলিশের ভূমিকা নিম্নমধ্যবিত্ত রিজওয়ানুরের পরিবারের পক্ষে নয়, ধনকুবের টোডিদের দিকে। সিপিআই(এম)ও কি ধনকুবের-তোষণকারী এবং মুখে বামপন্থী ও মেকী কমিউনিস্ট?

শঙ্কর রায়: লেখক, কবি ও সাংবাদিক।

** মুক্তান্বেষার জানুয়ারি ২০০৮ (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) সংখ্যায় রেজওয়ানুর-প্রিয়াংকার একটি করুণ কাহিনী ছাপা হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি সে ঘটনার সাম্প্রতিক অবস্থার ওপর আলোকপাত।*